ইউনিট ১২

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব
Theory of International Trade

আমরা এর আগের দু'টি অংশে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ ধারণা, এর গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য কিছু বিষয় এবং সেই সাথে বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করেছি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি বোঝা এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ থেকে এ বিষয়ক অনেক তত্ত্ব এ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে। আমরা এখানে বিশেষত: শিল্প বিপ্লব সময়কালীন ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব দিয়ে আলোচনা শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গী, সমালোচনা ইত্যাদি এই সঙ্গে উপস্থাপন করছি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

❒ পাঠ-১. বাণিজ্য তত্ত্বের আদিকাল

❒ পাঠ-২. বাণিজ্যে তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন ও নতুন সংযোজন

পাঠ - ১

বাণিজ্য তত্ত্বের আদিকাল

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *বাণিজ্য তত্ত্বের সঙ্গে কি কি প্রশ্ন জড়িত*
- ◆ *চরম সুবিধা তত্ত্ব*
- ◆ *আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব*

বাণিজ্য তত্ত্বের শুরু

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে বাণিজ্যতন্ত্রীদের তত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও এ্যাডাম স্মীথসহ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরাই প্রথম এ বিষয়ে সুসংহত ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর এই প্রশ্নটিকে স্থাপন করেন। তাঁদের মতে এই বিষয়টির সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জড়িত। এগুলো হল:

১. বাণিজ্য থেকে সুবিধাগুলো কি যেগুলো একটি রাষ্ট্র পেতে পারে? বাণিজ্য না করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে?

২. বাণিজ্যের কাঠামো কি হবে? অর্থাৎ কি কি দ্রব্য আমদানি হবে, কি কি দ্রব্য রপ্তানি হবে? কি কি মৌলিক বিধি বাণিজ্যের এই প্রবাহকে প্রভাবিত করে?

৩. বাণিজ্যের শর্ত কি কি? অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক হতে পারে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ্যাডাম স্মীথ যে তত্ত্ব দাঁড় করান তাকে আমরা জানি চরম সুবিধা তত্ত্ব (Principle of Absolute Advantage) হিসেবে। এরপর ডেভিড রিকার্ডো আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব (Principle of Comparative Advantage) সূত্রায়ন করেন। এর ধারাবাহিকতায় আরেকটি তত্ত্ব আমরা পাই যাকে বলা হয় সুযোগবর্জন তত্ত্ব (Theory of Opportunity Cost)।

চরম সুবিধা তত্ত্ব

এ্যাডাম স্মীথ বলেন, অবাধ বাণিজ্য একজনকে লাভবান করে অন্যজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাণিজ্যতন্ত্রীদের এই ধারণা ঠিক নয়। তাঁর মতে, আসলে এটি, চরম সুবিধা অনুযায়ী সকলকেই লাভবান করবে। একটি দেশ (ক) যদি কোন কিছু উৎপাদনে অন্যদের চাইতে বেশি দক্ষতা প্রদর্শন করে কিংবা যদি বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে এবং অন্যদেশে (খ) যদি সেই দ্রব্যের চাহিদা থাকে কিন্তু উৎপাদন করা যদি সেখানে বেশি ব্যয়বহুল কিংবা অসুবিধাজনক হয় তাহলে দু'পক্ষের জন্যই বাণিজ্য লাভজনক হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম দেশ ক ঐ দ্রব্য উৎপাদনে ক্রমাগত আরও বেশি বেশি মনোযোগ দেবে এবং বিশেষীকরণ (specialization) করবে এবং অন্য দেশ খ ঐ দ্রব্য উৎপাদন না করে আমদানি করবে এবং অন্য দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দেবে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ হয়ে উঠবে, বিশেষীকরণ ঘটবে; এতে সব দ্রব্য উৎপাদনই দক্ষ ও লাভজনক হবে। সকলে কম দামে ভাল দ্রব্য পাবার সুযোগ অর্জন করবে। স্মীথের মত অনুযায়ী, বাণিজ্যের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ও বিনিময় অথবা আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন একটি দক্ষ ও লাভজনক বৈশ্বিক ব্যবস্থা দাঁড় করাবে।

স্মীথের মত অনুযায়ী, বাণিজ্যের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ও বিনিময় অথবা আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন একটি দক্ষ ও লাভজনক বৈশ্বিক ব্যবস্থা দাঁড় করাবে।

চরম সুবিধা (প্রতি একক শ্রমে উৎপাদন)

	বাংলাদেশ	ভারত
পাটজাত দ্রব্য	৪	২
প্রসাধনী দ্রব্য	২	৬

১ একক শ্রম দিয়ে বাংলাদেশ ৪টি পাটজাত দ্রব্য ও ২টি প্রসাধনী দ্রব্য কিনছে। আর ভারত ১ একক শ্রম দিয়ে ২টি পাটজাত দ্রব্য ও ৬টি প্রসাধনী দ্রব্য কিনছে। যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকে তাহলে বাংলাদেশে ৪টি পাটজাত দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় হবে ২টি প্রসাধনী দ্রব্য আর ভারতে ২টি পাটজাত দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় হবে ৬টি প্রসাধনী দ্রব্য। যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাহলে বাংলাদেশ ৪টি পাটজাত দ্রব্য দিয়ে ২টির বদলে পেতে পারে ৬টি প্রসাধনী দ্রব্য। আর ভারত ৬টি প্রসাধনী দ্রব্য দিয়ে ২টির বদলে পাচ্ছে ৪টি পাটজাত দ্রব্য। এভাবে, অবাধ বাণিজ্য থাকলে, তত্ত্ব অনুযায়ী দু'দেশই লাভবান হচ্ছে।

আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব

এ্যাডাম স্মীথ বিভিন্ন দেশ কিছু দ্রব্য উৎপাদনে যে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে সেটাকে বলছেন চরম সুবিধা। অর্থাৎ কোন কোন পণ্যে কিছু কিছু দেশ চরম সুবিধা পেয়ে থাকে। এই ধারণায় প্রযুক্তিগত বিকাশকে হিসাবে আনা হয়নি। ডেভিড রিকার্ডো পরে এই ধারণাকে সংশোধন করে বলেছেন, চরম সুবিধা নয়, বাণিজ্যের প্রধান শর্ত হল আপেক্ষিক সুবিধা।

আপেক্ষিক সুবিধা (প্রতি একক শ্রমে উৎপাদন)

	বাংলাদেশ	ভারত
পাটজাত দ্রব্য	৪	৪
প্রসাধনী দ্রব্য	২	১২

এখানে ধরা হচ্ছে যে, ভারত প্রযুক্তিগত এমন উন্নয়ন করছে যাতে তার উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এর ফলে তার পক্ষেও এক একক শ্রম দিয়ে ৪টি পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। একই শ্রম দিয়ে ভারত এখন ১২টি প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। রিকার্ডোর বক্তব্য হল এরকম অবস্থায় দুটো পণ্য উৎপাদনেই ভারত চরম সুবিধায় আছে। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে ভারতের জন্য প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দেয়া অনেক বেশি সুবিধাজনক। রিকার্ডোর মতে, এই আপেক্ষিক সুবিধাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করে। আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, ভারত প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদনে এবং বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দিলে দুই দেশেরই মোট উৎপাদন বাড়বে এবং অবাধ বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে দুই দেশই লাভবান হবে। অর্থাৎ চরম সুবিধা নয় আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী প্রতিটি দেশ বিশেষীকরণ ও উৎপাদনে গুরুত্ব দিলে পুরো বিশ্বে সামগ্রিক উৎপাদনই বৃদ্ধি পাবে।

সবগুলো দেশই লাভবান হবে যদি প্রত্যেকে তার নিজ নিজ আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, তুলনামূলক কম খরচে যেগুলো উৎপাদন করা সম্ভব সেগুলো বিশেষীকরণ ও রপ্তানি করে এবং আপেক্ষিক সুবিধা যেগুলোতে নেই অর্থাৎ যেগুলো উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বেশি খরচ পড়ে সেগুলো যদি আমদানি করে।

অর্থাৎ আমরা আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের বিষয়টি এভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি যে, সবগুলো দেশই লাভবান হবে যদি প্রত্যেকে তার নিজ নিজ আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, তুলনামূলক কম খরচে যেগুলো উৎপাদন করা সম্ভব সেগুলো বিশেষীকরণ ও রপ্তানি করে এবং আপেক্ষিক সুবিধা যেগুলোতে নেই অর্থাৎ যেগুলো উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বেশি খরচ পড়ে সেগুলো যদি আমদানি করে।

স্যামুয়েলসন এই প্রসঙ্গে একদিকে শিল্পে অনুন্নত দেশ ও অন্যদিকে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিবেচনায় নিয়ে বলছেন- 'অনুন্নত' দেশগুলো যদি জাপানে তেল রপ্তানি করে, জাপান যদি যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রপ্তানি করে, যুক্তরাষ্ট্র যদি তেল রপ্তানি কারক দেশগুলোতে মেশিনপত্র রপ্তানি করে তাহলে সকলেই লাভবান হবে। বলা দরকার যে, এরকম পরামর্শে বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক সুবিধাকে অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয় কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় তাহলে এই আপেক্ষিক সুবিধার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে। 'অনুন্নত দেশ' সেক্ষেত্রে শুধু প্রাথমিক পণ্য রপ্তানিতে কেন্দ্রীভূত নাও থাকতে পারে। শুধুমাত্র তেল রপ্তানিকারক না হয়ে শিল্পায়নে সেই দেশের আপেক্ষিক সুবিধা তৈরি হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব প্রথম সুসংহতভাবে উপস্থিত করেন ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভ-ক্ষতি, বাণিজ্য কাঠামো-আমদানি-রপ্তানির সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ্যাডাম স্মীথ ও ডেভিড রিকার্ডো যথাক্রমে চরম সুবিধা তত্ত্ব ও আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব সূত্রায়ন করেন। এছাড়াও সুযোগবর্জন তত্ত্বও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। চরম ও আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্বে বিভিন্ন দেশের চরম বা আপেক্ষিক সুবিধাকে অনেক ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাণিজ্যতন্ত্রীদের পর সুসংহত বাণিজ্য তত্ত্ব প্রদান করেন-
   ক. ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদরা খ. কেইনসীয় অর্থনীতিবিদরা
   গ. ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা ঘ. প্রান্তিক অর্থনীতিবিদরা

২. চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী অবাধ বাণিজ্যে-
   ক. সকলেই লাভবান হয় খ. কেউ লাভবান হয় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়
   গ. সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘ. কারও কিছু আসে যায় না

৩. 'চরম সুবিধা নয়, বাণিজ্যের প্রধান শর্ত হলো আপেক্ষিক সুবিধা' বলেছেন-
   ক. পল স্ট্রীটেন খ. ডেভিড রিকার্ডো
   গ. এ্যাডাম স্মীথ ঘ. আলফ্রেড মার্শাল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কি কি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বাণিজ্য তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে?

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে কি কি তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. এ্যাডাম স্মীথের "চরম সুবিধা তত্ত্ব" ব্যাখ্যা করুন। যেকোন দুটো দেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে উপস্থাপন করুন।

২. "চরম সুবিধা তত্ত্ব"-এর সঙ্গে "আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব"-এর তফাৎ কি? কি কারণে দ্বিতীয়টি অধিকতর ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ২

বাণিজ্য তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন ও সংযোজন

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *প্রচলিত বাণিজ্য তত্ত্বের অনুমিতির সীমাবদ্ধতা*
- ◆ *সুযোগ বর্জন ব্যয় তত্ত্ব ও হেকসার-ওহলিন মডেল*
- ◆ *আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ও অফার রেখা*

অনুমিতির সীমাবদ্ধতা

আগের পাঠে আলোচিত ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব তার সামগ্রিক তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই গড়ে উঠেছে। তাদের এই অনুমিতি এসব তত্ত্বের পেছনেও উপস্থিত যে, 'অর্থনীতি পরিবর্তনযোগ্য দাম ও মজুরি নিয়ে এবং কোন রকম অনিচ্ছুক বেকারত্বের অনুপস্থিতিতে ঠিকঠাকমতো চলছে।' কিন্তু যখন বেকারত্ব বেড়ে যায় কিংবা বিনিময় হারে যখন অসঙ্গতি থাকে কিংবা অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বা মন্দার অবস্থা দেখা যায় তখন বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। যখন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা গোষ্ঠী স্বার্থ কাজ করে তখন এমন বাণিজ্যও হতে পারে যাতে একটি দেশ দীর্ঘমেয়াদে বা এমনকি স্বল্পমেয়াদেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার মন্দার অবস্থা থাকলে উদ্যোক্তারা নানাভাবে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা পছন্দ করতে পারে।

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ক্ষেত্রে নানা গোষ্ঠী করে তখন এমন ও হতে পারে যাতে দেশ দীর্ঘমেয়াদে বা নকি স্বল্পমেয়াদেও তিগ্রস্ত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: যখন বলা হচ্ছে যে, আপেক্ষিক সুবিধার কারণে বাণিজ্যে সকলেই লাভবান হবে তখন আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখি এর ফল অর্থনীতির সকল খাতের জন্য একই রকম হয় না। বাণিজ্যে কোন কোন খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অর্থনীতিতে যদি বৈষম্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থাকে তাহলে জিডিপি বাড়লেও আয় বিতরণের ক্ষেত্রে কোন সহায়ক ভূমিকা নাও পড়তে পারে বরঞ্চ বৈষম্য আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা।

তৃতীয়ত: বাণিজ্যের এই তত্ত্বে অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বলে ধরা হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার, প্রভাবশালী গোষ্ঠী কিংবা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানের চাপ সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অনেক ক্ষতিকর বাণিজ্যের দিকে দেশকে ঠেলে দিতে পারে।

সুযোগ বর্জন ব্যয় তত্ত্ব (Theory of Opportunity Cost)

চরম ও আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের একটি অভিন্ন অসুবিধা আছে বলে পরবর্তী নয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। তাঁদের মতে দুটো ক্ষেত্রেই অভিন্ন অসুবিধাটি হচ্ছে পুরো তত্ত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে শ্রমের মূল্যতত্ত্ব (Labour Theory of Value) ব্যবহার। শ্রমের মূল্যতত্ত্ব অনুযায়ী, শ্রমই সকল পণ্য উৎপাদনের মূল উপাদান এবং একটি পণ্যের মূল্য তার ভেতরে কতটা শ্রম আছে তার উপর নির্ভর করে। সেই হিসেবে স্মীথ ও রিকার্ডো যখন চরম ও আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করছেন তখন শ্রমকে একক ধরেই তারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে না করবার পেছনে পরবর্তী নয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা যে যুক্তি দিয়েছেন তা হল:

- শ্রম দিয়ে মূল্য পরিমাপ অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে।
- শ্রম ছাড়াও আরও অনেক উপাদান উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।
- সকল শ্রম একই মূল্য সৃষ্টি করে না। কারণ দক্ষতা, প্রযুক্তি ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন শ্রম বিভিন্ন ফলাফল সৃষ্টি করে।

শ্রমের মূল্যতত্ত্ব নিয়ে আপত্তি করলেও উপরোক্ত বাণিজ্য তত্ত্বকে এই অর্থনীতিবিদরা প্রত্যাখ্যান করেননি। বরঞ্চ এগুলোকে তারা শ্রমের মূল্যতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুনভাবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এরকম চেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ: সুযোগ বর্জন ব্যয় তত্ত্ব। গটফ্রাইড হেবারলার (Gottfried Haberler) ৩০-এর দশকে এই তত্ত্বকে বিকশিত করেন।

যে কোন একটি দ্রব্যের সুযোগবর্জন ব্যয় বলতে বোঝানো হয় সেই দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে যে দ্রব্য উৎপাদন করা যায়নি তার থেকে সম্ভাব্য আয়কে। অর্থাৎ চিংড়ি উৎপাদনের সুযোগবর্জন ব্যয় হল চিংড়ি উৎপাদন করতে গিয়ে যদি ধান উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত বা বর্জিত হয়ে থাকে তাহলে ধান উৎপাদন থেকে যে আয় হতে পারতো সেই আয়।

হেবারলার দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি আসলে এই সুযোগবর্জন ব্যয়। অর্থাৎ এই ব্যয় দিয়েই একটি দেশ তার আপেক্ষিক সুবিধা নির্ধারণ করতে পারে। একটি দ্রব্যের সুযোগবর্জন ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হবে তা রপ্তানি লাভজনক কিনা। সে দ্রব্য উৎপাদনে কতটা শ্রম আছে, সেখানে শ্রম ছাড়াও কিছু আছে কিনা সেটি এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

হেকসার-ওহলিন মডেল (Heckscher-Ohlin model)

সুইডিশ অর্থনীতিবিদ Eli Heckscher (1979-1952) ও Bertil Ohlin (1899-1979) এর নামেই এই মডেলটি পরিচিতি লাভ করেছে। এই মডেলটি বস্তুত: আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের মডেলটিকেই আরও ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারিত করেছে। এই তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমিতি হল, বিভিন্ন দেশে একই পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উৎপাদন ব্যয় হতে পারে। উৎপাদন ব্যয়ের এই পার্থক্যই এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় মনোযোগের বিষয়। হেকসার-ওহলিন তাঁদের মডেলে এই পার্থক্যের কারণকে সুনির্দিষ্ট করেছেন। তাঁরা বলেছেন, একটি দেশে যদি জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি থাকে তাহলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিই এই অর্থনীতির জন্য যুক্তিযুক্ত হবে। কোন দেশে যদি শ্রমের যোগান বেশি থাকে তাহলে সেখানে শ্রমনির্ভর শিল্পই আপেক্ষিকভাবে সুবিধাজনক ও যথাযথ হবে। আবার কোন দেশে যদি প্রযুক্তিগত সামর্থ্য থাকে এবং পুঁজির যোগান যথেষ্ট থাকে তাহলে পুঁজি ও উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠানই সেখানে আপেক্ষিকভাবে সুবিধাজনক হবে। অর্থাৎ একটি দেশ সেসব ক্ষেত্রেই বিশেষায়ণ করবে এবং সেসব পণ্যই রপ্তানি করবে যেসব পণ্যের উৎপাদন উপাদানের প্রাচুর্য সেখানে আছে আর সেসব পণ্য আমদানি করবে যেগুলোর উৎপাদন উপাদানের ঘাটতি আছে।

হেকসার-ওহলিন মডেলে যেসব অনুমিতি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল:

১. এই মডেলে দুটো দেশ, দুটো উৎপাদন উপকরণ ও দুটো পণ্য বিবেচনা করা হয়।

২. দুই দেশেই প্রযুক্তি অভিন্ন।

৩. প্রত্যেকটি পণ্যই অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রায় (constant returns to scale) উৎপাদিত হচ্ছে।

৪. একটি পণ্য শ্রমনির্ভর, অন্যটি পুঁজি নির্ভর।

৫. শুধু একটি পণ্য উৎপাদনে কোন দেশই পুরোপুরি বিশেষীকরণ করেনি।

৬. সকল পণ্য ও উৎপাদন উপকরণ বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

৭. সকল উপকরণ দেশের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সচল কিন্তু আন্ত:দেশে তা কোনভাবেই সচল নয়।

৮. দুই দেশেই রুচি অভিন্ন না হলেও সমরূপ।

৯. দু'দেশেই মুক্ত বাণিজ্য বিরাজমান অর্থাৎ শুল্ক বা অশুল্ক বিধিনিষেধ পুরোপুরি অনুপস্থিত।

১০. পরিবহন ব্যয় এই মডেলে শূন্য।

আন্তর্জাতিক ভারসাম্য (International Equilibrium)

আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বলতে এরকম একটি পরিস্থিতি বোঝায় যখন বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী একাধিক দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানিতে একটি ভারসাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ভারসাম্য তখনই সৃষ্টি হয় যখন বাণিজ্য শর্ত এরকম একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাতে বাণিজ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এরকম সময়ে বিশ্বের প্রত্যেকটি এবং সামগ্রিকভাবে সকল বাজারে যোগান যতটা থাকে ঠিক ততটাই চাহিদাও থাকে। এই ভারসাম্যে কিভাবে পৌঁছা যায় এবং এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা বুঝতে অফার রেখা ধারণাটি ব্যবহার করা যায়।

অফার রেখা (Offer curves)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য সুসংগঠিতভাবে নির্ধারণ করবার জন্য আলফ্রেড মার্শাল এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছিলেন। অফার রেখা দিয়ে একটি দেশ তার বাণিজ্য শর্তের বিকল্প সম্ভাবনাগুলো দেখায়। একেকটি অফার রেখা আসলে একই সঙ্গে তিনটি বিষয়কে প্রদর্শন করে. এগুলো হল: রপ্তানি, আমদানি এবং বাণিজ্য শর্ত। এই রেখা নিছক চাহিদা রেখা বা যোগান রেখা নয় এটা দুটোই। এজওয়ার্থ (Edgeworth)-এর মত অনুযায়ী, বস্তুত: একটি অফার রেখার মধ্য দিয়ে একটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা সীমাই (production-possibilities frontier) পরিষ্কার হয়। এখানে আমরা যখন আমদানি বা রপ্তানির কথা বলছি তখন পরিমাণগতভাবে কতটা আমদানি বা রপ্তানি হলো তা নয় বরঞ্চ একটি দেশ কতটা রপ্তানি করতে চাইছে কিংবা কতটা আমদানি করতে চাইছে সেটাই দেখানো হচ্ছে। নিচে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অফার রেখা দিয়ে আমরা এ দুটো দেশের বাণিজ্য ভারসাম্য বিন্দুর সন্ধান পাচ্ছি।

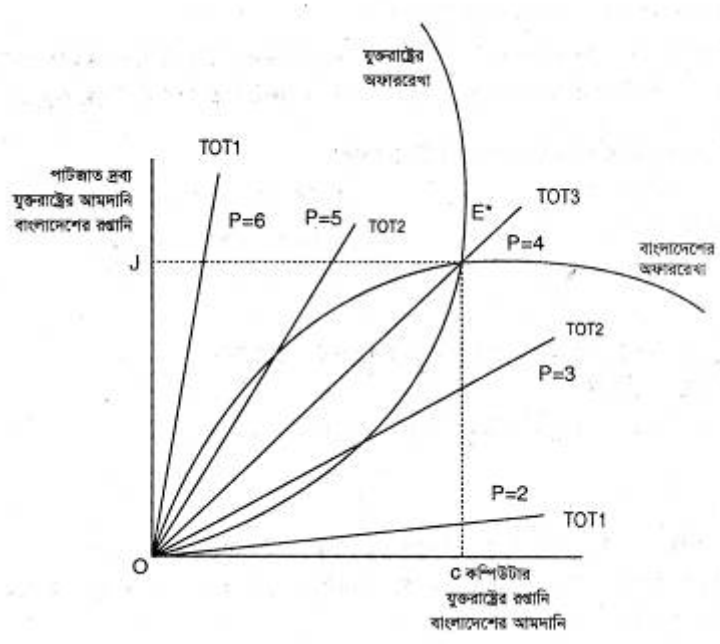

চিত্র ১২.১ : বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অফার রেখা

চিত্রে আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক বাণিজ্য শর্ত রেখা (TOT) দেখছি। দেখছি বাণিজ্য শর্তের ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে যখন P=4, এবং বাণিজ্য শর্ত রেখা TOT_3-তে। এখানে পরস্পরের অফার রেখার মধ্য দিয়ে আমদানি ও রপ্তানি চাহিদা ভারসাম্য অবস্থায় আসছে। OC পরিমাণ কম্পিউটার যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করলে এবং OJ পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ভারসাম্য বিন্দু E* তে পৌঁছাবে।

সারসংক্ষেপ

যে কোন একটি দ্রব্যের সুযোগবর্জন ব্যয় বলতে বোঝানো হয় সেই দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে যে দ্রব্য উৎপাদন করা যায়নি তার থেকে সম্ভাব্য আয়কে। অন্যাদিকে, হেকসার-ওহলিন মডেল অনুযায়ী, একটি দেশ সেসব ক্ষেত্রেই বিশেষায়ন করবে এবং সেসব পণ্যই রপ্তানি করবে যেসব পণ্যের উৎপাদন উপাদানের প্রাচুর্য সেখানে আছে আর সেসব পণ্য আমদানি করবে যেগুলোর উৎপাদন উপাদানের ঘাটতি আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুধাবন এবং ব্যাখ্যা করবার জন্য অফার রেখার ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এই রেখা আমদানি, রপ্তানিও বাণিজ্য শর্ত প্রদর্শন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. চিংড়ি উৎপাদনের সুযোগ বর্জন ব্যয় হল-
   ক. চিংড়ি উৎপাদনের ব্যয়
   খ. চিংড়ি উৎপাদনের কারণে যদি ধান উৎপাদন বর্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ধান উৎপাদন থেকে যে আয় হতে পারতো সেই আয়
   গ. ধান উৎপাদনের ব্যয়
   ঘ. ধান ও চিংড়ি উৎপাদনের সম্মিলিত ব্যয়

২. হেকসার-ওহলিন মডেলে অন্যতম অনুমিতি:
   ক. পণ্য অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদিত
   খ. পণ্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদিত
   গ. পণ্য ক্রমবর্ধমান উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদিত
   ঘ. উৎপাদন মাত্রা সম্পর্কে উল্লেখ করে নি

৩. অফার রেখার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয় একটি দেশের -
   ক. উৎপাদন সম্ভাবনা সীমা
   খ. উৎপাদন ব্যয়ের সীমা
   গ. উৎপাদন ক্ষতির সীমা
   ঘ. সম্পদ অপচয়ের সীমা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ক্ল্যাসিকাল বাণিজ্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ কাঠামোর সীমাবদ্ধতাগুলো কি?
২. সুযোগ বর্জন ব্যয় তত্ত্বটি কি?
৩. হেকসার-ওহলিন মডেলের অনুমিতিগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ল্যাসিকাল বাণিজ্য তত্ত্বের বিকাশ সাধন করতে গিয়ে কি কি তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে?
২. অফাররেখা কি? যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্ভাব্য বাণিজ্যিক ভারসাম্য কিভাবে অফার রেখা দিয়ে দেখানো যায়? আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

পাঠ - ১ : ১. গ ২. ক ৩. খ

পাঠ - ২ : ১. খ ২. ক ৩. ক